

উচ্চ মাধ্যমিকে শূন্যপদ নিয়োগে হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখল সর্বোচ্চ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ ২০১৫ সাল থেকে আটকে রয়েছে উচ্চ-মাধ্যমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া। এর আগে শূন্যপদে নিয়োগের দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে নেমে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। হাই কোর্টের নির্দেশে প্রত্যেকবার এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে গিয়েছে। তবে এবার উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজারেরও বেশি শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। এখন স্কুল সার্ভিস কমিশন এই শূন্যপদগুলোতে নিয়োগ করতে পারবে। এ বিষয় ঠিক কী জানিয়েছে শীর্ষ আদালত? মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল্লা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়েছে, তারা এই মুহূর্তে হাই কোর্টের নির্দেশে কোনরকম হস্তক্ষেপ



করছে না। সেইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, নতুনদের আবেদন শোনা হবে না। হাই কোর্টে মামলাকারীদের বক্তব্য শুনবে উচ্চ আদালত। প্রসঙ্গত, ২৮ আগস্ট বিচারপতি তপোব্রত চন্দ্রখট্টা এবং বিচারপতি পার্শ্বসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়ে জানিয়েছিল উচ্চ-প্রাথমিকে নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে এসএসসিকে। সেই অনুযায়ী কাউন্সেলিং করে চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। আদালতের রায়ের পরে ৮ বছর বাদে ১৪,০৫২ পদে নিয়োগ শুরু করেছিল এসএসসি। কিন্তু হাই কোর্টের নির্দেশ সংরক্ষণ নীতির বিরোধী সেই দাবি তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজীব ব্রহ্ম-সহ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী। সুপ্রিম কোর্টে ফের দায়ের হয় মামলা। এবার শীর্ষ আদালতও উচ্চ-আদালতের নিয়মই বহাল রাখল। এদিকে গত সোমবার উচ্চ-প্রাথমিকের ২০১৬ সালের মেধাতালিকা প্রকাশের বিস্তৃতি দিয়েছিল এসএসসি। সেই বিস্তৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী বুধবার অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে মেধাতালিকা। অস্থায়ী শিক্ষকদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রেখে বাকি পদে নিয়োগের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে জটিলতায় আটকে রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২০ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দিয়েছিল উচ্চ আদালত। আবার ২০২৩ সালে প্যানেল প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিল হাই কোর্ট। তবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, এসএসসি কাউকে নিয়োগের সুপারিশ করতে পারবে না।

ক্ষমতায় এলে ঝাড়খণ্ডে এনআরসি! ঘোষণা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ অসমের পর ঝাড়খণ্ড। বাংলার আরও এক প্রতিবেশী রাজ্যে এনআরসির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে বিজেপি। অসমে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনআরসির প্রতিশ্রুতি দেয় গেরুয়া শিবির। তাতে লাভও হয়। বিজেপি ভালোমতেই সে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। এবং অসমে এনআরসির তালিকা প্রকাশও করা হয়। এবার সেই একই পথে ঝাড়খণ্ডেও হাটতে চাইছে গেরুয়া শিবির। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সে রাজ্যেও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি কার্যকর হবে। সোমবার সেরাজে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং টোহানা। তাঁর সদর্প ঘোষণা, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই ঝাড়খণ্ডে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে এনআরসি করা হবে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী বগছেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এ দেশে এসে আধার কার্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নানা নথি তৈরি করে ফেলছে। ভোটার কার্ডও তৈরি হচ্ছে। সেসব রুখতেই রাজ্যে এনআরসি চালু করবে বিজেপি।

বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা বাংলা-বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের জনবিন্যাসই বদলে দিয়েছে। অবিলম্বে এই তিন রাজ্যে এনআরসি করা উচিত। এক বছর আগেই এই দাবি তুলেছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ঘটনাক্রমে তিন রাজ্যের মধ্যে দুই রাজ্যে অবিজেপি সরকার চলছে। বাংলায় তৃণমূল এবং ঝাড়খণ্ডে সরকার চালাচ্ছে জেএমএম-কংগ্রেস জোট। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এনআরসি বিরোধী। ঝাড়খণ্ডে সামনে নির্বাচনে। তাই এনআরসিকেই হাতিয়ার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা, পাকুর, দেওঘর, জামতারা, সাহেবগঞ্জের মতো জেলায় অনুপ্রবেশ বাড়ছে। যার ফলে বদলে যাচ্ছে জনবিন্যাস। ঝাড়খণ্ড যখন বিহার থেকে আলাদা হল তখন এর জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ ছিল আদিবাসী। এখন সেটা কমে গিয়েছে ২৪ শতাংশ। যদিও বিরোধীরা বলছে, ভোটার মুখে ফের মেরুকরণকেই অস্ত্র করতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

কেমন এগোচ্ছে কাজ?

মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ আরজি করের পড়ুয়া-ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় মহিলা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার কথায় মাথায় রেখে ‘রাতিরের সাথী’ প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে জরুরী বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। নাইট শিফটে কাজ করেন এমন স্বাস্থ্য কর্মীদের কথা মাথায় রেখে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্যই ‘বিশেষ কর্মসূচি’র ভাবনা রাজ্যের। বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির সিভিল-ইন্সট্রাক্যাল ও আইটি আধিকারিকদেরও। সূত্রের খবর, রোগী পরিষেবা থেকে হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো এই মুহূর্তে ঠিক কোন পর্যায়ে, কতটা এগিয়েছে ‘রাতিরের সাথী’ প্রকল্পের কাজ? এসব একাধিক বিষয় নিয়েই

বৃহস্পতিবার নবান্নে আলোচনায় বসতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যা পরিস্থিতির কারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষের থেকে তাঁদের অভাব, অভিযোগের কথা শোনার পাশাপাশি সরজমিনে পরিস্থিতি তদারকি করছেন। পাশাপাশি বন্যা কবলিত একাধিক জেলা থেকে প্রশাসনিক বৈঠক করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিচ্ছেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে কড়া নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতারা। আন্দোলনকারী পড়ুয়া-ডাক্তারদের দাবি মেনে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে তৎপর রাজ্য। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে মমতা রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির উচ্চপদস্থ কর্তাদের কী বার্তা দেন সেদিকে নজর থাকবে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, ‘রাতিরের সাথী’ নামে মহিলা বান্ধব সিকিউরিটি ফোর্স রাখা হবে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে। মহিলাদের জন্য আলাদা রেস্ট রুম ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। সেফ জোন তৈরি করে সিসিটিভি দিয়ে তা মুড়ে ফেলা হবে। স্থানীয় থানা কিংবা পুলিশ কন্ট্রোলরুমের সঙ্গে বিশেষ মোবাইল ফোন অ্যাপের যোগ থাকবে। সমস্ত কর্মরত মহিলার ফোনে ওই অ্যাপ ডাউনলোড করা বাধ্যতামূলক। যে কোনও এমার্জেন্সি সিস্ট্রেশনে হেল্পলাইন নম্বর ১০০ বা ১১২ ডায়ালেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাগরিক সুরক্ষায় একগুচ্ছ হেল্পলাইন নম্বর চালু করল কলকাতা পুলিশ



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য কলকাতা পুলিশের ১০০ ডায়াল নম্বর ছিলই। এবার নাগরিক সুরক্ষায় আরও একগুচ্ছ হেল্পলাইন নম্বর চালু করল কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশ পুলিশের তরফে একটি বিবৃতিতে সমস্ত থানাকে বলা হয়েছে, নাগরিক সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট

নম্বরগুলি আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য থানায় থানায় সচেতনতা ক্যাম্প করার কথাও বলা হয়েছে। শুধু নিরাপত্তা সংক্রান্ত নয়, হাসপাতাল সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ, ট্রাফিক সমস্যা থেকে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য পৃথক পৃথক ফোন নম্বরও চালু করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনও সাহায্যের জন্য ফোন করতে হবে ১৮০০ ৩৪৫ ৫৬৭৮ নম্বরে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য চালু করা হয়েছে ৯৮৩০০৮৮৮৮৮ নম্বর। মহিলাদের সুরক্ষায় ১০৯১ নম্বর, অপরূপ দমনে ১০৯০, ট্রাফিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে সাহায্যের জন্য ১০৭৬ ফোন নম্বরে ফোন করা যাবে। এখন পুজোর মরসুম চলছে। বহু ভায়ায় চাঁদা নিয়ে জোরজুলুমের অভিযোগ উঠত অতীতে। সেদিকে খেয়াল রেখে তোলাবাজি বা চাঁদা সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ৯৪৩২৬১১০০০ নম্বর চালু করা হয়েছে। এছাড়াও আরও একটি নম্বর (৮০১৭১০০১০০) দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। ২৪ ঘটায় এই নম্বরগুলিতে ফোন করা সাহায্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, আরজি করের ঘটনায় যেভাবে পুলিশ নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল, প্রতিবাদ জানাতে মানুষ পথে নেমেছিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। বহু ক্ষেত্রে পুলিশ সক্রিয়তাও সামনে আসছে। এবার পুজোর মরসুমে পুলিশের তরফে এক গুচ্ছ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হল। যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

‘মানুষ মারা কোনও সংস্থাকে চাই না’

বীরভূম থেকে ফের বন্যা নিয়ে ডিভিসিকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

দেবদ্রী মজুমদার, বোলপুর

বীরভূম থেকে ফের বাংলার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ডিভিসিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার জলে বন্যা হয় না। ঝাড়খণ্ডের জলে প্রতি বছর বাংলায় বন্যা। আমরা চাই না মানুষ মারা কোনও সংস্থাকে। ডিভিসি থেকে আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদত্যাগ করেছেন। প্রতিনিধি পাওয়ার সচিব শান্তনু বোস পদত্যাগ করেছেন। আমরা চাইনা এমন সংস্থা যারা জল ছেড়ে মানুষ মারে। কলকাতা থেকে তো সব সরিয়ে নিয়েছে। পাওয়ার ডিরেক্টর নেই। কলকাতায় একটা বিল্ডিং থাকবে। আর কলকাতার কথা শুনবে না? বাংলার লোক মারবে? মানুষ আগে না, একটা কাঠামো আগে?” মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “এখানে যারা থাকে তারা আরাম কেরারায় বসে থাকে। জল ছাড়ে জল শক্তি মন্ত্রক। ডিভিসি তৈরি হয়েছিল বন্যা থেকে মানুষ বাঁচাতে। চার লক্ষ কিউসেক জল রাখতে পারো। কিন্তু সব জল ছেড়ে দিচ্ছে। তিন তলা সমান জলা। কুড়ি বছর ধরে ড্রেজিং করে না। ফারাক্কা ড্রেজিং করে না। মানুষকে জলে ডুবিয়ে মারে। বাংলাকে তো পাহাড় বানাতে পারি না। দার্জিলিংও ভূটান আর নেপালের জলে ডোবে।” তারপর কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “হিসএল রফুনাথপুরে একটি প্রায়্ট বিক্রি করছে। আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম বাংলাকে দুই লক্ষ কোটির প্রজেক্ট দিয়েছিলাম। তখন কিছু হলেই খবর।” এরপর



রেল। মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। শুধু ভোট চাইতে এলে হবে? বিপদে মানুষের পাশে থাকতে হবে।” উল্লেখ্য, এদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম বাংলাকে দুই লক্ষ কোটির প্রজেক্ট দিয়েছিলাম। তখন কিছু হলেই খবর।” এরপর

বৈঠক করতে আসেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বন্যায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। কৃষকদের জমি, শস্য নষ্ট হয়েছে, জল সরে গেলে ক্ষতির মূল্যায়ন করে টাকা দেওয়া হবে।”

আমরা চাই না মানুষ মারা কোনও সংস্থাকে। ডিভিসির জল নাকি জলশক্তি মন্ত্রক থেকে ছাড়া হয়। কেন্দ্র জল শক্তি মন্ত্রক ডিভিসির জল ছাড়ার সময় আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করে নি। এই বন্যা ম্যান মেড বন্যা। ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলে আমাদের দৃষ্টিস্তা হয়। আমার মনে আছে দুই হাজার সালের দিকে যখন আমি রেলমন্ত্রী ছিলাম, আমাদের বাড়িতে এক কোমর জল ঢুকে ছিল। আমরা সরকারে আসার পর লাগাতার নজরদারি করি। এইবার এতদিন বাদে এমন হলো। দুর্গাপুর, বাঁকুড়ার বন্যার জল দেখেছেন। এখনও থানাকুল এক, দুই, উদয়নারায়ণ পুর, আমতা, উলুবেড়িয়া, ঘাটাল অনেকটাই জলের তলায়। আমি যাওয়ার আগে মন্ত্রীরা গেছেন, মুখ্যসচিব নিজে গেছেন।” প্রসঙ্গত, বাংলার বানভাসি এলাকা পরিদর্শনে গিয়েই বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি-র ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিভিসি-কে দুয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও দু’বার চিঠি করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির জবাবে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের তরফে তরফে জানানো হয়েছে যে ডিভিসি সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলেই জল ছেড়েছে। পাশ্চাত্য ও মাইথন বাঁধ নিয়ন্ত্রণ করে ডিভিসির যে কমিটি, তাতে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সরকারের প্রতিনিধিও রয়েছেন। তাদের জানিয়েই জল ছাড়া হয়েছে। তারপর পাল্টা প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার দ্বিতীয়বার চিঠি দেওয়ার পরই ডিভিসি থেকে পদত্যাগ করেন বাংলার দুই কর্তা।

সর্বভারতীয় স্পিকার সম্মেলনেও আরজি কর ইস্যু, আক্ষেপের সুর বিমানের গলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে আলোড়ন আরছেই বিধানসভায় পাশ হয়েছিল ‘অপরাজিতা’ বিলা। সেই বিল এখনও কার্যকর করা গেল না। দ্রুত কার্যকর করা হোক। এদিন সর্বভারতীয় স্পিকার সম্মেলনেও সে প্রসঙ্গ তুললেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ষণ মোকাবিলায় ‘অপরাজিতা’ বিল পাশ করেছে রাজ্য সরকার। তারপরেও কেন এই বিল দ্রুত কার্যকর করা যাচ্ছে না? প্রশ্ন উঠছে। তবে বিল শেষ পর্যন্ত আইনিভাবে কার্যকর হবেই বলে এদিনের সম্মেলনে আশা প্রকাশ করেছেন স্পিকার। সূত্রের খবর, বিধানসভায় পাশ হয়ে যাওয়ার পরে ‘অপরাজিতা’ বিল- সহ ২০টি বিল আটকে রয়েছে। আইন করা যায়নি। সেক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও কাটাছেড়া করেছেন স্পিকার। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় এজেন্সির ‘তৎপরতা’ নিয়েও এদিনের সম্মেলনে সরব হয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, এজেন্সির তৎপরতা কখনও কখনও জন প্রতিনিধিদের কাজের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে আসা এক বিধায়কের প্রসঙ্গ তোলেন স্পিকার। বাড়িতে এজেন্সি পৌঁছেছে স্ত্রীকে বিধানসভার বৈঠকের শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে যান ওই বিধায়ক। এমনকি, তল্লাশির নামে হেনস্থা করা হচ্ছে। যার ফলে ওই জনপ্রতিনিধিদের সম্মানহানি হচ্ছে বলেও এদিনের বৈঠকে আক্ষেপের সুরে উল্লেখ করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাক্রমে, সোমবার দীর্ঘ সাত ঘণ্টার বেশি সময় আর জি করের ঘটনা নিয়ে সিবিআইয়ের দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে ছিলেন বিধানসভার শাসক দলের চিফ হুইপ বা মুখ্য সচিবকে নির্মল ঘোষ। তাঁকে তলব করেছিলেন সিবিআই অধিকারিকরা। যদিও পানিহাটির বিধায়কের দাবি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ‘ফিস্ক’ করেই এসেছিলেন সিজিওতে।

রসিকা রাজে
ভারতের ব্যাডমিন্টন প্রেয়ার এবং
আরবিআই কর্মচারী

Download the App Now!

আরবিআই রিটেল ডাইরেক্ট মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করতে হ'লে স্কান করুন

আরবিআই রিটেল ডাইরেক্ট মোবাইল অ্যাপ
এর সুযোগসুবিধে :

- সরকারি সিকিওরিটিজ বাজারে নাগালপ্রাপ্তি এখন একেবারে নখদর্পণে
- চটপট লগ ইন, সিম্পল ইউজার ইন্টারফেস এবং অনার্যাসেই ন্যাভিগেট করা যায়
- পেমেন্টের একাধিক অপশন - নেট ব্যাঙ্কিং, UPI এবং NACH
- মেয়াদপূর্তিতে গ্যারান্টিড ফেরতলাভ, কোনো ব্রোকারেজ নেই আর কোনো লুকোচারা ফীজ্-ও নেই

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

আরো তথ্যের জন্যে, এখানে দেখুন : <https://rbiretaildirect.org.in>
আমাদের লিখে জানান : support@rbiretaildirect.org.in

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯৬ সংখ্যা, বুধবার ৮ আশ্বিন, ১৪৩১

জোড়াসাঁকোর সংস্কৃতি

ওড়িয়াভাষীদের যিনি রবীন্দ্রনাথের গান শিখিয়ে ছিলেন। যাঁর গান শুনে রবীন্দ্রনাথের ‘সকল গানের ভান্ডারী’ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ওকে আমার হাতে দাও – দেখবে এ রত্নকে পাালিশ করে কেমন রকমকে করে তুলিদ- তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী মেনকা দেবী। অবনীন্দ্রনাথ ও সুহাসিনী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা উমারাগীর বিবাহ হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগ্নের বংশধর নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ১৯১৭ সালে তাঁদের কন্যা মেনকার জন্ম। নির্মলচন্দ্র সঙ্গীতরসিক হওয়ায় ছোটবেলা থেকে সুরের জগতে মেনকার বাস। ন বছর বয়েস থেকে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওস্তাদ বচ্চন মিশ্রের কাছে তালিম নেওয়া মেনকার গান শুনে মুগ্ধ দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে গান শেখাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। পরম আগ্রহে শিখেছিলেন মেনকাও। শেখার পালা জোরদার হতই হল রেকর্ড। ‘এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে’, ‘শেষবেলাকার শেষের গানে’, ‘তোমার বাঁধা আমার মনোমাবে’, ‘তোমার সুরের ধারা’- একের পর এক। গানের সঙ্গে এসরাজ বাজালেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ। মেনকা গান গোয়েছেন জোড়াসাঁকো বাড়িতেও। সুমিত্রেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, ‘মাঘ উৎসবের আসরে উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে চলত দ্বিজেন্দ্রনাথ, গজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গান। এ গানের আসরে দেখেছি বিবিদিকে (ইন্দ্রিা দেবী চৌধুরানী) পিয়ানো বাজাতে, অমিয়া কাকী (অমিয়া ঠাকুর) ও মিতুন্দি (মেনকা ঠাকুর), অনাদি দস্তিদার ও বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের গান গাইতে বা কোন না কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে’। ১১ই মাঘের উৎসবে মেনকার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ক্ষেমন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে বিবাহের পর মেনকা হলেন ঠাকুর বাড়ির বধূ। ক্ষেমন্দ্রনাথের ঠাকুরী, রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গীতে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর সন্তানদের তিনি সঙ্গীতে উল্লেখনযোগ্য তালিম দিয়েছিলেন। মেনকা সেই সুরের ধারায় মিলিয়ে নিয়েছিলেন নিজের সুর। সুরেলা উদাত্ত গায়কী ছিল মেনকা দেবীর। বিয়ের পরেও গানের চর্চা অক্ষুন্ন ছিল তাঁর। এমনকি ‘দিনেন্দ্র শিক্ষায়তন’ নাম দিয়ে জোড়াসাঁকো বাড়িতেই গান শেখাবার স্কুলও করেছিলেন তিনি। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার অন্তরালে আছে একটি কাহিনি। জোড়াসাঁকো বাড়ির যে অংশে তাঁরা থাকতেন সেখানে সকাল সন্ধ্যে বাইরে থেকে ভেসে আসত জনৈক প্রতিনিধ শৈনীর বেসুরো রবীন্দ্রসঙ্গীত। সেই গান শুনে বিরক্ত ক্ষেমন্দ্রনাথ মেনকাকে অনুরোধ করেন গানের স্কুল খুলে মেয়েটিকে সঠিক গান শেখাতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখার সুযোগ পাননি মেনকা। রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর দীক্ষা দিনেন্দ্রনাথের কাছে। দিনেন্দ্রনাথকে স্মরণ করেই তিনি তাঁর গানের স্কুলের নাম রেখেছিলেন ‘দিনেন্দ্র শিক্ষায়তন’। দিনেন্দ্রনাথ ছাড়াও তিনি সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনাদি কুমার দস্তিদার, শৈলজগজ্ঞান মজুমদার প্রমুখের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছেন। ঠাকুর বাড়ির গানের ধারায় মেনকা ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম।

হাস্যরসিক বিজ্ঞানী আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের এক সহকর্মী একদিন তাঁর কাছে তাঁর টেলিফোন নম্বরটা চাইলেন। তখন আইনস্টাইন একটি টেলিফোন বই খুঁজে বের করলেন এবং সেই বই থেকে তাঁর নম্বরটা খুঁজতে লাগলেন। তখন সহকর্মী তাকে বললেন, ‘কী ব্যাপার, নিজের টেলিফোন নম্বরটাও মনে নেই আপনার।’ আইনস্টাইন বললেন, ‘না, তার দরকারই বা কী? যেটা আপনি বইতে পাবেন, সে তথ্যটা মুখস্ত করে মস্তিষ্ক খরচ করবেন কেন?’ আইনস্টাইন ছোটবেলায় তুলনামূলক অনেক দেরীতে কথা বলতে শেখেন। একারণে তাঁর বাবা মা অনেক দৃষ্টিতায় ছিলেন। একদিন তার খাবার টেবিলে বসে সকলে খাচ্লেই এমন সময় বাবাকে আইনস্টাইন ডিঙ্কর করে বললেন, ‘এই সুপাটা বড্ড গরম। তাঁর বাবা-মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ছেলের মুখে প্রথম কথা শুনে বাবা-মা বেশ অস্বস্তি হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আগে তুমি কথা বলোনি কেন?’ উত্তরে আইনস্টাইন বললেন, ‘কারণ এর আগে ভাবি যে তা সব ঠিকই ছিল।’ ১৯৩১ সালে কৌতুক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানান তার একটি শো দেখার জন্য। তখন চ্যাপলিনের সিটি লাইটস সিনেমার স্কিনিং চলছিল। পরে তারা শহরের পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন চ্যাপলিন আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সবাই আমাকে সহজেই বোঝে, এজন্যই আমার এতো জনপ্রিয়তা। কিন্তু মানুষ আপনাকে কেন এতো পছন্দ করে বুঝলাম না।’ আইনস্টাইন সহাস্যে প্রত্যুত্তরে জানানো, ‘কেউ আমাকে সহজে বুঝতে পারে না বলেই আমার এই জনপ্রিয়তা।’ একবার আইনস্টাইন ট্রেনে চেপে যাচ্ছিলেন। ঢেকার সকলের টিকিট চেক করার এক পর্যায়ে আইনস্টাইনের কাছে এসে টিকিট দেখতে চাইলেন। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর টিকিটটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ঢেকার আইনস্টাইনকে চিনতে পেরে বললেন, ‘স্যার আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি নিশ্চয়ই টিকিট কেটে উঠেছেন। আপনাকে টিকিট দেখাতে হবে না।’ আইনস্টাইন কিছুটা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘না, না, ওটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। না পেলে আমি জানব কি করে যে আমি কোথায় যাচ্ছিলাম।’ আইনস্টাইনের কাছে একবার অপেক্ষিকতার সহজ ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলো। উত্তরে আইনস্টাইন বললেন, ‘আপনার হাত একটা জলন্ত চুল্লীর উপর ধরে রাখুন, মনে হবে এক ঘণ্টা পাস হয়ে গেছে। কিন্তু একজন সুন্দরী মেয়ের পাশে একঘণ্টা বসে থাকুন, আপনার কবেকামনে হবে মাত্র এক মিনিট পাস হলো, এটাই অপেক্ষিকতা।’ একবার আইনস্টাইন নিজের বাড়িতে কড়া নাড়লেন। স্ত্রী বললেন তিনি বাড়ি নেই।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



সত্য কথা বলার মধ্যে দিয়ে একটি শারীরিক শক্তি জাগরিত হয়ে থাকে। সেই শক্তির সঙ্গে কেউ সহজে পেরে উঠে না। সবাই সেই সং

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হয়ে পড়ে। তিনি আছেন বলেই মানব জগটো একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আর্থিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে গুরু করে সংসার

কি ইতিহাস কি রহস্য বা গোয়েন্দা উপন্যাস রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বাংলার কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু

বিশেষ প্রতিবেদক

সাধারণভাবে অলৌকিকতা ও অতিপ্রাণভাবটা বলতে মানুষের লৌকিক অভিজ্ঞতার সীমানা বহির্ভূত এমন কিছু রহস্যকে বোঝানো হয়ে থাকে যোগলিকে বাস্তব যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না; যেমন, ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ, দৈব প্রভাব, জন্মান্তরবাদ, মন্ত্রশক্তি ইত্যাদি। সুস্তির ঘনতমসাপ্তম্য প্রথম প্রহর থেকে শুরু করে বর্তমানের আলোকোজ্জ্বল যান্ত্রিক শতাব্দী পর্যন্ত অলৌকিক ও অতিলৌকিকের প্রতি মানব হৃদয়ের কৌতূহল ও বিস্ময়ের কোন অন্তঃ দেখতে পাওয়া যায় না। সুদূর অতীত থেকেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্যেই অপ্রাকৃতকে কেন্দ্র করে জনচিন্তের এই দুর্নিবার জিজ্ঞাসারই প্রতিফলন ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি কথাসাহিত্যের ধারাতেও অতি শৈশবকাল থেকেই অনৈসর্গিক ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। জাতিস্মরের অনুভূতি, অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণের অভিজ্ঞতাকেও অলৌকিকতার পর্যায়ভুক্ত করা চলে। কারণ ইহলোকে থাকবার সময়ে জন্মান্তরের স্মৃতি বা পূর্বজন্মের স্মৃতি অনুভব করবার ঘটনাক্রমগুলোর ক্ষেত্রে ঘটনা এবং এই ধরণের বিষয়গুলিকে বাস্তব বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা সবসময় ব্যাখ্যা করাও চলে না। আর খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই এমনতর অপ্রাকৃত ব্যাপারের প্রতি শরদ্দিপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবল কৌতূহল ও আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক গল্পগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখা যায় যে ‘অমিত্যভ’, ‘মণ্ডলীপ’, ‘বিষকলা’, ‘রুমাহরণ’, ‘রক্তসন্ধ্যা’ ও ‘সেতু’; তিনি জন্মান্তরবাদের উপরে ভিত্তি করেই রচনা করেছিলেন। এছাড়া এই একই উপাদানকে উপজীব্য করে তিনি একাধিক ভৌতিক গল্পও লিখেছিলেন। যেমন ‘দেখা হবে’, ‘গুহা’, ‘চিরঞ্জীবী’, ‘মায়াকুরঙ্গী’ ও ‘প্রত্যেকতকী’। অলৌকিক রসাস্রিত এই বিশেষ শ্রেণীর পাঁচটি গল্পই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দেখা হবে (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) ঃ এই গল্পে ভূপতির স্ত্রী স্মৃতি নিজের মৃত্যুর পূর্বমুহুর্তে তাঁর স্বামীকে এক অদ্ভুত কথা বলেছিলেন,একশিলা নগরীতে আবার দেখা হবে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর এই উক্তিকে একজন রোগিণীর মৃত্যুকালীন বিকার বলে মনে হলেও, বাস্তবে

প্রাচীন ভারতের ঋষিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন?

বিশেষ প্রতিবেদক

অজকাল খুব একটা কথার প্রচলন হয়েছে, দলিত সমাজ অত্যাচারিত , ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা অত্যাচারিত । এবং এই অত্যাচারের ফলেই নাকি বহু নিম্ন বর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছেন। বলা ভালো মুসলিম হয়েছেন, খৃস্টান হয়েছেন - সেই বহুঞ্চাল আগে থেকে ! হিন্দু সমাজ বা হিন্দু সংস্কৃতি - নাকি ব্রাহ্মণ্যবাদী !! একটি আদিকাল থেকে দেখে আসা যায় ঃ শ্রুতি থেকে বের যখন লিপিবদ্ধ হয় । যিনি লিপিবদ্ধ করেন সেই বাসদেব , তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না । ব্রাহ্মণ যখন পৈতা ধারন করেন - তাঁকে যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয় বা পাঠ করতে হয় , সেই গায়ত্রী মন্ত্রের যিনি স্রষ্টা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! দেবতার যাঁর সাহায্যে - স্বর্গ পুনর্দ্বার করেন এবং যাঁর আত্মত্যাগ জগৎ স্বরগীয়া, সেই দধিচি মুনি শূদ্র ছিলেন - ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! যাঁকে দক্ষিণ ভারতের উদ্ধারকর্তা বলা হয় সেই অগস্ত্যা মুনি শূদ্র ছিলেন , ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! এরপরেও হিন্দু সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী ? ত্রেতা যুগে রচিত রামায়ণ - যিনি রচনা করলেন - মহর্ষি বাস্কীকি, ব্রাহ্মণ ছিলেন না (আজও দেখুন - উত্তর প্রদেশের বাস্কীকি যাঁরা , তাঁর এস.সি .) । রামায়ণে সব থেকে স্নজ্জয় চরিত্র রাাম , ক্ষত্রিয় ছিলেন - ব্রাহ্মণ না ! শ্রীীরামের যুদ্ধ যাঁর বিরুদ্ধে - তিনি রামণ , রাণ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন । এরপরেও হিন্দু সংস্কৃতি - ব্রাহ্মণ্যবাদী ?

মহাভারতে তিন নীতির যুদ্ধ ! ধর্মনীতি , রাজনীতি এবং কূটনীতি ! ধর্মনীতি যিনি ধারন করে আছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ! রাজনীতি যিনি ধারন করে আছেন - তিনি মহামতি বিদুর ! আর কূটনীতির ধারক - শকুনি ! ভারতীয় সভ্যতার প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী থাকে বলা হয় - সেই মহামতি বিদুর ----- ব্রাহ্মণ ছিলেন না , ছিলেন দাসী পুত্র ! মহাভারত যুগে শ্রীকৃষ্ণের পর যিনি সব থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি - সেই মহামতি বিদুর শূদ্র ছিলেন - ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! এরপরেও হিন্দু সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী ! প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তিন রাজবংশ - নন্দ বংশ (শূদ্র) , মৌর্যবংশ (শূদ্র) এবং গুপ্ত বংশ (বৈশ্য) ! এরা কেউ ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! এরপরেও যাঁদের রাজত্বের বিস্তৃতি, প্রায় মোগলদের রাজত্বের ভূখণ্ডের সমান বিস্তৃতি ছিলো - সেই পালবংশও ব্রাহ্মণ ছিলো না ! এমনকি সেন বংশও ব্রাহ্মণ ছিলো না ! তাহলে কখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেছিলো বলতে পারেন ? যখন প্রাচীন সব গল্পই দেখা যায় , দরিদ্র ব্রাহ্মণ - ভিক্ষার বুলি নিয়ে প্রতিদিন ভিক্ষা করতে বের হচ্ছেন , ঘরে ব্রাহ্মণ পত্নী কচু চোখে আছেন - কখন ব্রাহ্মণ ফিরবেন , ভিক্ষা নিয়ে তারপর রান্না হবে। সেই ব্রাহ্মণগণ



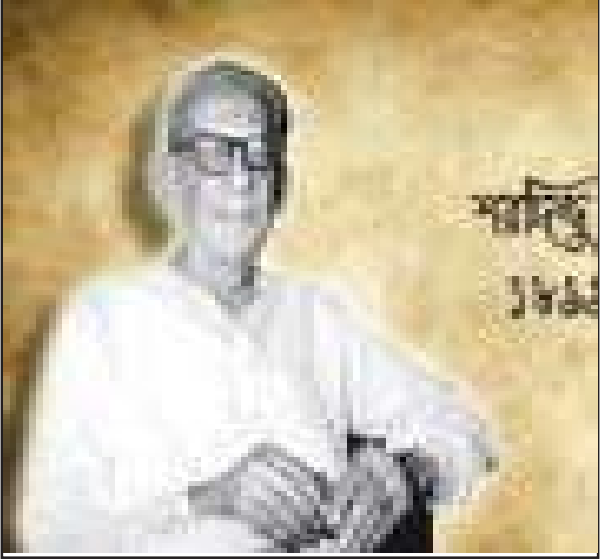
অত্যাচারী ?

আধুনিক যুগের ভারতের দিকপূর্বষ - যিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রী রামকৃষ্ণের শিষ্য এবং যিনি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্বামীবিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্র মহারাজ - ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! আজ সারা বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণ নাম মহাঘ্যা বিতরণ , মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে - সেই সংঘাঁনের মাধ্যমে - সেই ইহকল - এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ - ব্রাহ্মণ ছিলেন না ! তাহলে বলতে পারেন - কোথায় এই সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী ? হ্যাঁ এরা সকলেই - নিম্ন কর্ম গুনে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ , এবং কর্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ ! গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - তিনি গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চারিঘবর্গের সৃষ্টি করেছেন ! চারজাতি নয় !

আমাদের সংস্কৃতি কখনো কারও মাঝে বিভেদ রাখেনি ! নাহু - ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র - কারো মাঝে না !

পেরেছিলেন যৌটার প্রভাবে তিনি শুধু সুদূর অতীতকে নয়, বরং অনাগত ভবিষ্যৎকেও যেন প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। আর এজন্যই তিনি ভূপতিকে একশিলা নগরীতে পুনরায় সাক্ষাৎ করবার আশ্বাস দিয়েছিলেন। শরদিন্দুর এই গল্পে দেখা যায় যে, লৌকিক বুদ্ধির মাপকাঠিতে অতীন্দ্রিয় সত্যীকে কখনোই ধরাছোঁয়া যায়না, বরং অনুভূতি ও বিশ্বাসের গভীরতায় সেটাকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায় মাত্র।

গুহা (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)ঃ জন্মান্তর বাদকে কেন্দ্র করেই শরদিন্দু তাঁর এই দ্বিতীয় কাহিনীটির ঘটনাবৃত্ত



গড়ে তুলেছিলেন। এই গল্পের কাহিনী অনুসারে : শ্যালিকার বিবাহোৎসবে যোগদান করবার জন্য যাত্রা করেও পথে বৃষ্টির কারণে ব্যর্থ মনোরেখ হয়ে একজন যুবক তাঁর যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে একরাত্রের জন্য পথের মধ্যে থাকা কোন একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সন্ধ্যে তাঁদের মালবাহক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেই গুহায় প্রবেশ করবার পর থেকেই যুবতীটির আচার আচরণ থেকে বিকসিদের মনে হয়েছিল যে, সেই জায়গা তাঁর অপরিচিত তো নয়ই, বরং অত্যন্ত সুপরিচিত। অথচ সেই যুবক বা যুবতী সেখানে আগে কখনও আসেননি। যুবক তখন মাথে মাথে ‘একশিলা’, তখন ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক; অলৌকিকে বিশ্বাস না করে গল্পটির পাঠক-পাঠিকার কোন উপায় থাকে না, ভূপতির বন্ধুর ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছিল। তিনি ভূপতির স্ত্রী স্মৃতির মৃত্যুকালীন উক্তিটির যথার্থ তাৎপর্ব যেন তখনই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি একথাও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, স্মৃতির শেষ প্রতিশ্রুতিটি কোন কথার কথামান ছিল না। নিজের মৃত্যুকালে তিনি হয়ত দূর্বল দূরদর্শিতা অর্জন করতে

ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এটির বিষয়গত অভিনবত্ব প্রকাশ পেতে শুরু করে। ঘটনাকে বর্তমান থেকে অতীতে নিয়ে যাওয়া এবং অতীত থেকে পুনরায় বর্তমানে ফিরিয়ে আনবার সুনিপুণ কৌশলে অপ্রাকৃত বক্তব্য এতে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে বলে দেখা যায়। তাছাড়া চরিত্রাণুগ সংলাপ -রচনাকেও শরদিন্দুর এই নাট্যধর্মী কাহিনীটির শিল্প সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। চিরঞ্জীব (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) শরদিন্দুর এই গল্পে অলৌকিকের উপস্থিতি ভয় নয়, বরং মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পুণার কোন এক মন্দিরে এই গল্পের বক্তা ভদ্রলোকের সঙ্গে চিরঞ্জীবের আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটেছিল বলে দেখা যায়। তাঁর চেহারা দেখে তাঁর বয়স ষাট-ষাটটির বেশী বলে মনে না হলেও, তাঁর বাচনভঙ্গী ও বিবৃতি শুনে মনে হয় যে, তিনি প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন ব্যক্তি; যিনি সেই পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই জীবিত রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে; ‘বিরিঞ্চি’ নামের একজন ব্যক্তি তাঁর যুবক শত্রু ! সেই বিরিঞ্চির আবার; যথের মত কালো লম্বা চেহারা, ডাড়াবডেবে চোখ, একটা কান বড় অন্য কানটা ছোট, বাঁ গালে কাটা ঘায়ের মত লালচে একটা জড়ুল। যেহেতু প্রতি একশো বছর অন্তর বিরিঞ্চির সঙ্গে চিরঞ্জীবের সাক্ষাৎ ঘটে, সেহেতু সেই হিসেবে এই গল্পের সনে তাঁর সঙ্গেই চিরঞ্জীবের পুনরায় দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই চিরঞ্জীব সেখানে তখন বিরিঞ্চিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, এই সমস্ত অদ্ভুত কথা শুনে এই কাহিনীটির বক্তা ভদ্রলোকের পক্ষে চিরঞ্জীবকে একজন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু এর থেকেও বড় বিস্ময় যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিল,সেটার পরিচয় তিনি উপরোক্ত ঘটনার মাসখানেক পরে মেজর গাঙ্গুলীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়া চায়ের জলসাতে পেয়ে ছিলেন। সেখানে গৃহস্বামিনীর মাধ্যমে সদ্য পরিচিত একজন ভদ্রলোককে দেখে এই কাহিনীর বক্তা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন; কারণ তাঁর আকৃতি চিরঞ্জীব কথিত বিরিঞ্চির অনুরূপ ছিল। এরপরে নিজের কৌতূহল বশত তাঁকে প্রশ্ন করে এই কাহিনীর বক্তা জানতে পেরেছিলেন যে, সেই ব্যক্তির, অর্থাৎ কর্ণেল ভার্মার আসল নাম সত্যিই বিরিঞ্চিবর্মা; এবং বক্তার মুখে চিরঞ্জীবের নাম

সুরের জাদুকর নচিকেতা ঘোষ

বিশেষ প্রতিবেদক

স্বপ্ন দেখতেন, একদিন সুরের জাদুকর হবেন। কিন্তু স্কুলের পর ডাক্তারিটা তাঁকে পড়তেই হল। বাবা, ততোদাদা, দিদি, জামাইবাবু সকলেই তো ডাক্তার। সুতরাং ডাক্তার তাঁকেও হতে হবে, এমনই ঘোষবাড়ির বিধান। ডাক্তার পাশ



করলেন তিনি। পিতার ইচ্ছাপূরণ হল। এ বার পালা নিজের ইচ্ছে মোটানোর। ছবি মুখ বুঝে পড়ছে অথচ গান হিট। সুরকার নচিকেতা ঘোষ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। অনেকটা ভবিষ্যৎদষ্টার মত বলে দিতে পারতেন কোন গান হিট পড়বেনে। উদাহরণ ৪- দলিত সম্প্রদায়ের - রামজি মালোজী শাকপালও ভীমরাইর চৌদ্দতম তথা কনিষ্ঠ পুত্র ভীমরাও কে যিনি পুত্ররূপে ভীমরাও আবেদকর নামে সারা পৃথিবী কে চিনিয়েছেন - তিনি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মহাদেব আবেদকর (লক্ষ রাখুন - আবেদকরটি মারাত্মি ব্রাহ্মণ এবং যিনি - বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজী আবেদকরকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ পাঠিয়েছিলেন - তিনি রঙ্গদাস ব্রাহ্মণ। - সারাজী রাও একজন ব্রাহ্মণ ! হিন্দু সংস্কৃতিকে গাঙতে যারা তখন থেকে এখন একই ভাবে চক্রান্ত করে গেছেন - তাদের কে উপায়ুক্ত জবাব দেওয়ার সময় এখনই ! ক ারণ আপনিও আপনার কর্মগুনে ব্রাহ্মণ - সবার শরীরে মানুষেরই রক্ত !

কিৎবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কথা শুনে তৈরি করেছিলেন ‘মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্ৰা’। ওই গানে সুর করে সেই ছন্দের স্টাইল সম্পর্কে বন্ধু রিঞ্জন মুখোপাধ্যায় কে বললেন-বুঝি দিঞ্জন,এই ছন্দের ডিস্টার লাম্ব দাম, সন্ধ্যাকে দিয়ে দিলাম। ‘পৃথিবী আমারে চায়’ ছবিতে গীতা দত্তকে দিয়ে গাইয়েছিলেন-নিশি রায়

শুনেই তাঁর মুখের রেখাগুলির দ্রুত হিংস্রভাব ধারণ করা; শুধু গল্পের বক্তাকেই নয়, গল্পটির পাঠক -পাঠিকাকেও বিস্ময়ে বিমূঢ় করে করে ফেলে। এই কাহিনীতে চিরঞ্জীবের কথাগুলি বিশ্বাস করা কঠিন হলেও কর্ণেল ভার্মার সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সেসব কথা অবিশ্বাস করবার পথও বন্ধ হয়ে যায়। আর এই বিচিত্র অসহায়তাই ‘চিরঞ্জীব’ গল্পটিকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে বলে দেখা যায়।

মায়াকুরঙ্গী (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) ঃ এই নায়ক এক আশ্চর্য আকৃতি নিয়ে পুণা শহরের উপকণ্ঠে থাকা জংলীবাবার আন্তরায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন; এবং তিনি তাঁর সাধারণ ভক্তদের মত অর্থ, মোক্ষ ইত্যাদি কিছুই প্রার্থনা না করে তাঁকে শুধু প্রশ্ন করেছিলেন; ত্রাবা, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সকলের ভিত্তি হচ্ছে জন্মান্তরবাদ, অর্থাৎ আত্মা। অমর, দেহের বিনাশ হলেও আত্মা বেঁচে থাকে। এখন কথা হচ্ছে, আত্মা যে বেঁচে থাকে তার কোনো প্রমাণ আছে কি? তখন বক্তার এই বিচিত্র কৌতূ হলাকে নিবৃত্ত করবার জন্য জংলী বাবা; তাঁকে তাঁর পূর্বজন্মের ইতিবৃত্ত দর্শন করাতে চেয়ে ছিলেন। এবং জংলীবাবার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করেই এই গল্পের নায়ক তাঁর পূর্বজন্মের অবয়ব থেকে গুরু করে সেই জীবনের মর্মমুদ্র পরিণাম করে সমস্ত কিছুই সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কিন্তু ‘মায়াকুরঙ্গী’ কাহিনীর আসল চমকটুকু এর উপসংহার পর্বের ‘নিহিত রয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, নিজের পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পরে, এই গল্পের নায়কের মনে এর যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই অভিজ্ঞ তা যে তাঁর উপরে জংলীবাবার সম্মান্নন বিদ্যার প্রভাবমাত্র ছিল না, সেকথার প্রমাণ তিনি নিজের চিত্রাঙ্কন দক্ষতার মাধ্যমে সহজেই লাভ করতে পেরেছিলেন। আসলে বিগত জন্মে তিনি ‘পুণ্ডলীক’ নামধারী একজন প্রতিভাবান চিত্রকর ছিলেন, এবং অজস্রার গুহাচিত্রের কয়েকটি তাঁরই শিল্পকীর্তি ! কিন্তু বর্তমান জীবনে তিনি কখনও চিত্ররচনা করবার ব্যাপারে আগ্রহবোধ না করলেও, নিজের পূর্ব পরিচয় অবগত হওয়ার পরে কৌতূহলবশতঃ ছবি আঁকতে গিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে ইহজীবনে চিত্র শিল্পের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক না (ক্রমশঃ)। লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

বাংলার ঐতিহ্যবাহী শাড়ির বিশাল সম্ভার, পুজোর আগে শহরে শপিং ফেস্টিভ্যাল

কালনার তাঁত থেকে বিষ্ণুপুরের বালুচরি, ফুলিয়ার হ্যান্ডলুম থেকে মুর্শিদাবাদের সিল্ক-বাংলার সমস্ত ঐতিহ্যবাহী শাড়ির রকমারি সম্ভার, সেই সঙ্গে রসনাভূক্তির জন্য দেশি-বিদেশি নানা ধরনের পদও খাবার সুযোগ পাবেন। এই সমস্ত সুবিধা নিয়ে বাইপাসের ধারে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গন তথা মিলনমেলায় শুরু হল ‘শাড়ির শপিং ফেস্টিভ্যাল’। বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজোর আগে দুবাইয়ের ধাঁচে এ ধরনের শপিং ফেস্টিভ্যাল শহরে এই প্রথম। মুখ্যমন্ত্রী মেলার ভারচ্যুয়াল উদ্বোধন করে বলেন, পুজোর আগে গ্রামবালার অর্থনৈতিক বিকাশে এ ধরনের ফেস্টিভ্যাল খুবই উপযোগী হবে। মিলনমেলা প্রাঙ্গনে মোট ৪১০ টি স্টল রয়েছে। এই মেলা চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শুধু বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালই নয়, শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে খুলে গেল রাজ্যের আরও তিনটি ‘বাংলার

শাড়ি’র আউটলেট।

হলদিয়ার দুর্গাচক, নিউটাউনের ইকো পার্ক ও



ফুলিয়ায় খুলে গেল তিনটি দোকান। পুজোর আগে এসব জায়গা থেকেও নিজেদের পছন্দ মতো খাটি ঐতিহ্যের শাড়ি পছ ্রদ করে কিনতে পারবেন। পাশাপাশি কলকাতায় পাঁচদিনের শপিং

ফেস্টিভ্যালে কেনাকাটার সুবর্ণ সুযোগ তো রয়েছেই। দুপুর ১২টা থেকে রাত



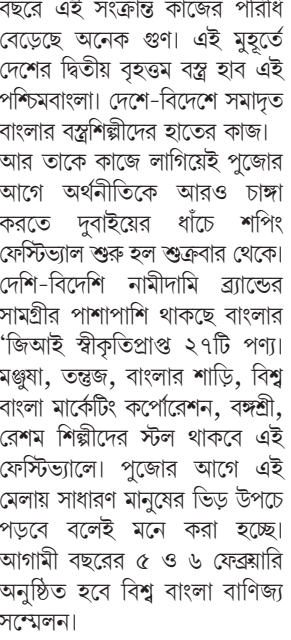
৮টা পর্যন্ত মিলনমেলায় এই ফেস্টিভ্যাল খোলা থাকবে আমজনতার জন্য। এদিন ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প দপ্তর, স্বনির্ভর

গোষ্ঠী, তাঁতি ও বস্ত্রশিল্পীদের স্তুভেছা জানিয়েছেন। ২০১১ সালে রাজ্যে



ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের দিকে বাড়তি নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে। শিল্পীদের হাতের কাজের শুধু কদরই নয়, তার

বিপণনের দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে



বৃষ্টিতে ভিজে পুজোর আগে চুলের খারাপ দশা সামলাতে মেনে চলুন ৫ টিপস

হঠাৎই বৃষ্টি! ছাতা না থাকার কারণে আপনি হয়ত ভিজে গেলেন। জামা, কাপড় তো শুকিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু চুল। ভেজা চুলও শুকিয়ে গেলে। কিন্তু জানেন কি বৃষ্টির জল কতটা ক্ষতি করল আপনার চুলের? তার উপর সামনে পুজে। পুজোর আগে যদি চুলের ব্যোটেটা বেজে যায় কি করবেন। খুব সহজেই ফিরবে চুলের জেল্লা। ৫ টিপস মেনে যদি পনি চলেন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বৃষ্টির জলে প্রচুর অ্যাসিড উপাদান, প্রচুর ধূলা-বালি ও দূষণ রয়েছে। যার ফলে চুলে বৃষ্টির জল পড়লে চুলের ক্ষতি হয়। তাই বৃষ্টি সময় চেষ্টা করুন, চুল না ভেজাতো। বৃষ্টিতে চুল ভিজে গেলে বাড়ি এসে চুল ভাল করে ধুয়ে নিন। নয়তো বৃষ্টির জল মাথায় বসে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তাছাড়া ও চুলে জট বাধতে পারে। বর্ষাকালে আঁহাওয়া গুন্ডোটি থাকায় চুলের গোড়া যেমে যায়। এই ঘাম থেকেই

খুশকি ও চুল ঝরা শুরু হয়। তাই এই সময়টাতে চুলের স্পেশাল কেয়ার করা ভীষণ জরুরি। চুলে নিয়মিত তেল ব্যবহার করলে তা



স্বাভাবিক ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। চুলে তেল লাগালে শুষ্কতা দূর হয়, তলে কভিশনিংয়ের সফলও মেসো ত্বরে অতিরিক্ত তেল লাগাবেন না, পরিমাণমতো তেল চুলে লাগিয়ে সারা রাত রেখে পরের দিন শ্যাম্পু করে নেবেন। মোটা দাঁড়ার চিরকিন

দিয়ে চুল আঁচড়ান, তাতে জট ছাড়ানো সহজ হবে। কভিশনার লাগানোর পরেও চিরকিন দিয়ে চুলের জট ছাড়িয়ে নিন, তাতে গোটা চুলে



সমানভাবে কভিশনার ছড়িয়ে যেতে পারবে। কিছুটা মেথি জলে ভিজিয়ে সারা রাত রেখে দিন। একটি স্প্রেয়ার বোতলে সেই জল রেখে চুলের গোড়ায় স্প্রে করে নিন। সপ্তাহে একদিন করুন। দেখবেন চুলের গোড়া শক্ত হবে। চুল পড়া বন্ধ হবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা টিকিটহীন যাত্রীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩৪.০৬ কোটি টাকারও অধিক সংগ্রহ

মালিগাঁও, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রকৃত যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত, আরামদায়ক ভ্রমণ ও উন্নত পরিবেশা প্রদান নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে জেদারার টিকিট পরীক্ষার অভিযান চালিয়ে আসা হচ্ছে। টিকিটবিহীন ও অনিয়মিত ভ্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি প্রকৃত যাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করা এমন ধরনের কার্যকলাপকে নিরুসাহিত এবং প্রতিরোধ করতে এই ধরনের অভিযান চালানো হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে ২০২৪-এর ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে টিকিটবিহীনঅনিয়মিত টিকিটের ৩৬৬১০১ সংখ্যক যাত্রী চিহ্নিত করা হয়েছে, এর ফলে অপরাধীদের কাছ থেকে ভাড়া ও জরিমানা হিসেবে ৩৪.০৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। গত ২০২৬ এপ্রিল থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬৯৪০১৬ সংখ্যক শনাক্ত ঘটনা থেকে ৩৩.৭৮ কোটি টাকা উপার্জন করা হয়েছিল। এভাবে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনামূলক হিসেবে ০.৫১ শতাংশের বেশি ঘটনা শনাক্ত করা হয় এবং বর্তমান সংশ্লিষ্ট

সময়কালে অপরাধীদের কাছ থেকে জরিমানা ও ভাড়া হিসেবে ০.৮২ শতাংশ বেশি উপার্জন হয়। বর্তমান অর্ধবর্ষ ২০২৪-২৫-এর এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে



উপযুক্ত ভ্রমণ টিকিট ছাড়া যাত্রা করার জন্য অননুমোদিত যাত্রীদের বিরুদ্ধে ০৩টি সারপ্রাইজ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের সময় ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৭ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং রেলওয়ে আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে ১৬১ জন ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। অননুমোদিত যাত্রীদের উপর আরোপ করা জরিমানার মধ্যে সরকারি চার্জের পাশাপাশি ভাড়া ও জরিমানা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনটি

ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা মোট অর্থপ্রাি হলো ১০.৫৮ কোটি টাকা। উপযুক্ত টিকিট ছাড়া অথবা অনুমোদিত দরত্বের বাইরে ভ্রমণ করলে অতিরিক্ত শুল্ক এবং ভাড়া আরোপ করা হতে পারে। যদি একজন যাত্রী দাবি অনুযায়ী সেই অর্থ দিতে ব্যর্থ হন অথবা দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে খেলাপি হবেন এবং রেলওয়ে আইন ১৯৮৯-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির অধীনে তার বিচার প্রক্রিয়া করা হবে। অসুবিধা এড়ানোর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে

সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত ও বৈধ টিকিট এবং বৈধ পরিচয়পত্র সাথে নিয়ে ভ্রমণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এমন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যাত্রীরা নিজেদের স্মার্ট ফোন থেকে আনরিজার্ভড টিকিটটি সিস্টেম (ইউটিএস) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। ইউটিএস সতর্ক রয়েছে, সেই সঙ্গে সমস্ত আ্যপল অ্যাপ-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

স্বনিযুক্তিমূলক কর্মসূচিতে ৩০০ জনের ট্রেনিং শুরু

হাইলাকাদি, ২৪ সেপ্টেম্বর : হাইলাকাদি জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩০০ জন কর্মদ্যোগী যুবক যুবতার স্বনিযুক্তি মূলক কর্মসূচির জন্য এক প্রশিক্ষণ শিবির মঙ্গলবার হাইলাকাদিতে শুরু হয়েছে। হাইলাকাদির এসএস কলেজের প্রেক্ষাগৃহে জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী শিবিরে জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে স্বনিযুক্তি মূলক কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত যুবক যুবতীদেরকে তাদের নিয়োকর্মে জন্য মাইনট সেট তৈরি করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে আর্থিক অনুদান এবং ঋণ সহায়তা সেই উদ্দেশ্যে তাদের অর্থ নোদা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। স্বনিয়োগজনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবার পথে যদি কোন ডাউট দেখা দেয় তবে দশ দিনব্যাপী এই ট্রেনিং কার্যসূচিতে তা নিরসনের জন্য রিয়ার্স পার্সনদের কাছ থেকে ডাউট ক্লিয়ার করতে তিনি প্ররম্শ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্মাণ আসাম অভিযান নামক কর্মসূচির অধীনে জেলার ৩০০ জন উদ্যমী যুবক যুবতারী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ট্রেনিং নিচ্ছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ডিআইসিসির এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার ডিম্পল শইকিয়া, এস এস কলেজের অধ্যক্ষ হিলাল উদ্দিন লস্কর, ট্রেনিং এর কোঅর্ডিনেটর অরবিন্দ খারকটারি এবং রিসোর্সেস অডিটর ড. গোলাপ চন্দ্র নন্দী প্রমুখ ভাষণ দেন। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্মাণ আসাম অভিযান প্রকল্পে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদেরকে। পাশাপাশি সুদক্ষত আরও এক লক্ষ টাকা দুই কিস্তিতে দেওয়া হবে যাতে করে তাদের স্বনিয়োগজনের ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতি হয়। জেলায় এবারের এই প্রকল্পের জন্য মোট ২৫৪১জন শিল্প ক্ষেত্রে ৩৪ জন, ভেটেনারির ক্ষেত্রে ৭০ জন এবং ক্ষেত্রে ১০০ মুখাবসার ক্ষেত্রে আরো ১৮৪ জন শিল্পোদ্যোগীকে বাছাই করা হয়। মোট ছয়টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত হবে।

বদীনাথ ধামের কাছে নদীতে তলিয়ে গেল বাবা-ছেলে

বদীনাথ, ২৪ সেপ্টেম্বর : মালয়েশিয়া থেকে চার ধাম যাত্রায় এসে বিপত্তি। বদীনাথ ধামের গান্ধী ঘাটের কাছে নদীতে তলিয়ে গেলেন বাবা ও ছেলে। বাবা সুরেশ চন্দ্রকে উদ্ধার করা গেলেও তাঁর ছেলে ডাঃ বলরাজ এখনও নিখোঁজ। জানা গিয়েছে, মালয়েশিয়া থেকে তীর্থ করতে চার ধাম যাত্রায় এসেছিলেন সুরেশ চন্দ্র এবং তাঁর ছেলে। আচমকই নদীতে তলিয়ে যান তাঁরা। রাজ্য বিপর্ষয় মোকাবিলা বাহিনীর সহায়তায় সুরেশকে উদ্ধার করা হয়। এখনও অনুসন্ধান অভিযান চালাচ্ছেন রাজ্য বিপর্ষয় মোকাবিলা বাহিনীর জয়ানার। সুরেশ চন্দ্র বিবেকানন্দ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

তিরুপতি প্রসাদ বিতর্কে বিক্ষোভ হিন্দু সাধু পরিষদের

তিরুপতি, ২৪ সেপ্টেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মণ্ডিরে লাড়ু প্রসাদ বিতর্কে এবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো অন্ধ্রপ্রদেশ হিন্দু সাধু পরিষদ। মঙ্গলবার হিন্দু সাধু পরিষদের পক্ষ থেকে সাধুরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। লাড়ু প্রসাদ বিতর্কে জাতিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানাম প্রশাসনিক ভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা।অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বতন সরকার ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডির তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা। অন্ধ্রপ্রদেশ সাধু পরিষদের সভাপতি স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ সরস্বতী বলেছেন, আগের সরকার, ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডি অনেক ‘অপচার’ করেছিলেন। তিনি তিরুমালা ক্ষেত্রকে একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি এটিকে আধ্যাত্মিক, তীর্থযাত্রা কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তিনি ভগবান ভেক্টেশ্বরের পবিত্রতাকে অপবিত্র করেছেন...তিনি কখনওই হিন্দুদের অনুভূতিকে সম্মান করেননি।

রেল প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছেঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

জয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক কিছু দিন ধরে ট্রেন দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেই চলেছে, মঙ্গলবারই পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি মালগাড়ি। আবার সম্প্রতি রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় গ্যাস সিলিভার। উপর্যুপরি এই ট্রেন দুর্ঘটনা ও নাশকতার চেষ্টা প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, রেল প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে, সেই সঙ্গে সমস্ত রাজ্য সরকার।

নাম পরিবর্তন

আমি BHABATOSH MISTRI Son of BHU-PATI MISTRY , ব্যবসায়কারী ২৫১, S.N. বান্যাজী রোড, অতীন্দ্র ভবন, বারাকপুর টিটাগড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১১০, পশ্চিমবঙ্গ। আমার পাসপোর্টে আসাবলান্যতাবশত আমার নাম BHABATOSH MISTRY লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার পুরানো পাসপোর্টে উপাধি ছিল MIS-TRY, গত ২৬.০৮.২৪ তারিখে বারাসভরে ফোর্টে একইভাবে BHABATOSH MISTRI ও BHABATOSH MISTRY একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

Name Change

I JANAK TEYARI,S/O-RAMNARAYAN TIWARI, R/O DHAMAWAL, CHAMARPUR,PO-UMRAON GANJ, SHAHPUR,DIST - BHOJPUR,PIN - 802166,BIHAR,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JANAK TIWARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024.THAT JANAK TEYARI,AND JANAK TIWARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sk Mustan (old name), S/O- Late Sk Burhan resident at Ward No.4, Kaji Mohalla, Panchberia, PO- Inda PS – Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721305, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Mastan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 23/09/2024. Sk Mastan (new name) and Sk Mustan (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Ersad S/o Late.Md Khalique , declare that my father said name Late Md Khalik (old name) S/O.Late. Sk Juman, residing at Ward No.5, De-balpur, Bhawanipur,Police Basti, PO+ PS – Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721301, West Bengal, INDIA, have changed my father name and he shall henceforth be known as Late Md Khaliq (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 23/09/2024. Late Md Khaliq (new name) and Late Md Khalik (old name) both are same identical person.

Name Change

Name Change

Name Change

Name Change

I, AISHA KHATUN,WIFE OF NURU-JABAN MOLLHA, RESIDING AT VILL-KOTALPUR,PO-MAHANAD,PS-POLBA,HOOGHLY-712149,WEST BENGAL,MY MINOR SON MOHAM-MAD SALMAN MOLLA,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD SALMAN MOLLHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/09/2024. THAT MOHAMMAD SALMAN MOLLA AND MOHAMMAD SALMAN MOLLHA BOTH ARE THE SAME,AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ruksana Khan (old name) W/O Ma-sood Khan, residing at 50, Mcleod Street, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rokhsana Khatoon (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/09/2024. Rokhsana Khatoon (new name) and Ruksana Khan (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Rafiqul Gazi & Md Rafiqul Gazi (old name) S/O Abul Hossain Gazi, residing at Vill.- Ankipur, P.O.- Rajendrapur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rafikul Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/09/2024. Rafikul Gazi (new name) and Rafikul Gazi & Md Rafikul Gazi (old name) all are same identical person.

Name Change

Name Change

I, Sujay Kumar Shee (old name) S/O Nemaï Chand Shee, residing at Vill.- Dori Ajodhya, P.O.- Dori Ajodhya, Paschim Medinipur, Pin- 721212, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sujay Shee (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 23/09/2024. Sujay Shee (new name) and Sujay Kumar Shee (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Gokul Dev পিতা-Kamal Biswas,চিকান-গ্রাম-পোস্টঃ অম্বাচু,থানা-বাগদহ,জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিনকড-৭৪৩২৫১ Ld.A.C.J.M(1st Class) বর্নগাঁও কোর্ট উত্তর ২৪ পরগণা পূঃঘর-এর Affidavit দ্বারা Gokul Biswas নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No ৬৪১৩ Dated ১৮ / ০৯ / ২০২৪ Gokul Dev Gokul Biswas একই ব্যক্তি।

Name Change

Name Change

Name Change

I, Aunindya C Saha (old name) S/O Chaitanya Krishna Saha residing at 226, Rail Park, Rishra, Morepukur, Serampur, Uttarpara, Hooghly - 712250 West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aunindya CHAI-TANYA SAHA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/09/2024. Ma-sood Khan (new name) and Mo-hammed Masud Khan (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ashok Jaiswal (old name) S/O Kashinath jaiswal, residing at Bonder-buli ward no 12 jamtala dankuni hooghly pin-712311, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Jaiswal (new name) as de-clared before the Notary public at Kolkata dated 23/09/2024. Ashok Kumar Jaiswal (new name) and Ashok Jaiswal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kiran Mondal (old name) S/O Amulya Mondal (old name) S/O Amulya Mondal, residing at Tildanga, Nawpara, P.O.- Nawpara, Ranaghat, Dist.- Nadia, Pin- 741255, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kiron Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/09/2024. Kiron Mondal (new name) and Kiran Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I KARISHMA KUMARI, D/O RAJNITI SINGH, R/O B-639, ANANDA PALLY, PURBA PUTIARY, KOLKATA - 700093, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAR-ISHMA KUMARI SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/09/2024, THAT KARISHMA KU-MARI AND KARISHMA KUMARI SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Ranjana Agrawal (old name) wife of Deepak Agarwal residing at 274, Canal Street, Bidhanagar, Pin-700048, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjana Agrawal (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 23/09/2024. Ranjana Agrawal (old name) and Ranjana Agrawal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

Name Change

I, Aunindya C Saha (old name) S/O Chaitanya Krishna Saha residing at 226, Rail Park, Rishra, Morepukur, Serampur, Uttarpara, Hooghly - 712250 West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aunindya CHAI-TANYA SAHA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/09/2024. Ma-sood Khan (new name) and Mo-hammed Masud Khan (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Aunindya C Saha (old name) S/O Chaitanya Krishna Saha residing at 226, Rail Park, Rishra, Morepukur, Serampur, Uttarpara, Hooghly - 712250 West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aunindya CHAI-TANYA SAHA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/09/2024. Ma-sood Khan (new name) and Mo-hammed Masud Khan (old name) both are same and one identical person.

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V,
Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অরুণ (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট স্বত্বপ্রাপ্তিভাৱে এবং সাধারণভাবে সকল ভূসম্পত্ত্যস্বত্বকে অধিভুক্ত করা হচ্ছে যে, আবার, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (“**আইআইএফএল**”) সেইসহ চিকিৎসা গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করণি যারা বাবাকর মোটস ও রিমাইন্ডার প্রদানো পূর্বেও তাদের মনে রেঞ্জাররাষ্ট্র করবেন বা বন্ধের অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নাক্ত মাল্য আর্কাইভের অধীনে স্বত্ব সারা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি স্বত্বসূচী নিম্নান **28.09.2024** নির্ধারিত বেলা কেব্রে সকাল 1০:00 টায় শুরু হবে। মাল্য-স্বত্বপত্রটি **এনএইচ 34 জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, মালদা রথবাড়ি, 1ম তলা, এনএইচ 34, রিয়ারিং ক্যান্সনের পাশে, মালদা, পিন 732101, পশ্চিমবঙ্গ।** তেজু বা তারিফের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা এই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই দিনম ও পরের দিনের পাবলিক তারিফে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিসীলনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকদের মূহুর্ত ক্ষেত্রে, নিলামেরে সমস্ত শর্ত মেনেচিনা বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

মাল্য মেনে আর্কাউন্ট নম্বর: GL12351117, GL22012476, GL22784552, GL22919485, GL25736402, GL26179191, GL28105005, GL28116620, GL28289481, GL28299925, GL28436465, GL28454139, GL2853632৪, GL28685682, GL29594330, GL29613489, GL29945004, GL29959176, GL31282984, GL31719575, GL31799647, GL32209242, GL32230939, GL322424932, GL32441136, GL32540801, GL32527590, GL33688983, GL33985448, GL34248143, GL21631096, GL21737569, GL21747764, GL21751738, GL22896185, GL23464607, GL24029060, GL24066789, GL26020089, GL26497161, GL26510035, GL27459771, GL27481249, GL27596658, GL27612622, GL28169949, GL28176634, GL28423595, GL28492600, GL28721521, GL28722867, GL28822136, GL2884132, GL30090944, GL30369291, GL31028938, GL31136123, GL31791622, GL31908596, GL31933495, GL322922594, GL32304407, GL32312399, GL32341904, GL32422915, GL32441640, GL32549069, GL32553079, GL27971538, GL27992223, GL28072791, GL28082724, GL28144054, GL28149797, GL28397888, GL28573168, GL28581743, GL28740943, GL28759079, GL29236541, GL29250309, GL29413768, GL29424019, GL29889872, GL29902490, GL29937820, GL29959596, GL2997213616, GL31365709, GL31568914, GL31582478, GL31631351, GL31651957, GL31805796, GL32105097, GL22791417, GL23546663, GL23807763, GL23883725, GL24727122, GL25517953, GL25548002, GL25762902, GL26064863, GL26683030, GL27062889, GL32300301, GL27355002, GL27365337, GL27400407, GL27424104, GL27491675, GL27616914, GL27905002, GL28027085, GL28075899, GL28087306, GL28114829, GL28231153, GL28243897, GL28360972, GL28367840, GL29391473, GL31240107, GL31805771, GL31604747, GL31747808, GL31784094, GL31793345, GL31793429, GL32571873, GL24991564, GL25291090, GL27429966, GL27452960, GL28102441, GL28493829, GL30662585, GL3131050, GL32550040, GL28369780, GL27198702, GL27219474, GL27793972, GL28523005, GL28551852, GL28554958, GL28607981, GL28632072, GL28639619, GL27483981, GL28756364, GL28771359, GL28787547, GL29159151, GL29176849, GL29864894, GL29868688, GL31818127, GL32051904, GL32164932, GL32173344, GL21399124, GL21414132, GL21617214, GL21709812, GL21790812, GL21885779, GL22522127, GL22796394, GL22935040, GL23561903, GL23958742, GL23958742, GL23971027, GL23971093, GL27623698, GL27804591, GL27433500, GL27453066, GL29715463, GL29719460, GL27984716, GL27985698, GL27992319, GL27992837, GL28204151, GL28077052, GL28084774, GL28109391, GL28187317, GL28208180, GL28486877, GL28492246, GL28507760, GL28530954, GL28555424, GL28588816, GL28611579, GL28634066, GL28637655, GL28698592, GL29123317, GL29143393, GL29333272, GL29373820, GL29885816, GL29872575, GL29965510, GL29984060, GL30128542, GL30137536, GL30354609, GL30496867, GL30725192, GL30739492, GL31057679, GL31098818, GL3188577, GL31207406, GL31263137, GL31276297, GL31291919, GL31494755, GL31501774, GL31507679, GL31516458, GL31573799, GL31592430, GL31785309, GL31791978, GL31858448, GL31879804, GL31942862, GL31949286, GL32009351, GL32002884, GL32053361, GL32151192, GL32161800, GL32163343, GL32173564, GL32173564, GL32174028, GL32243306, GL32274101, GL32275933, GL32285515, GL32286488, GL32293033, GL32312356, GL32347659, GL32350541, GL32386418, GL32478235, GL32501060, GL32543656, GL32553077, GL32073408, GL31883949, GL31906415, GL32103690, GL32124547, GL32450788, GL32457039, GL32162876, GL31807664, GL32534972, GL25023174, GL21302417, GL27794664, GL27300525, GL27918682, GL27927516, GL27936578, GL27975541, GL28071419, GL28530774, GL28555391, GL28570703, GL28813711, GL29220601, GL29275799, GL29978498, GL30381819, GL30344848, GL30366740, GL30378491, GL30427145, GL30461268, GL30906898, GL31954448, GL32108676, GL32152145, GL32174007.

অরুণ (নিলাম) “যেখানে সেরকবাকর আছে”, “যেমনতর আছে” এবং “যা আছে” ভিত্তিতে পরিসীলনা করা হবে এবং আইআইএফএল উন্নিভিত সোনার অলঙ্কার (সোনা, বিজুতাকা, কার্টোফল, রজন বা ভালুসেইসে

